

শারদীয়া ২০২৫

নি
ভী
ক

৫০ টাকা

ভাগ্যকর্য



বাণী কুমারের 'মহিষাসুরমর্দিনী'র পরেই সুদূর বারাণসীতে বসে বাঙালি সাধক লিখলেন 'মহালয়াবন্দনা', কে এই সাধক?



কুলাবধূতাচার্য সোমানন্দ নাথ

সঙ্ঘাধ্যক্ষ,

বগলামুখী মাতৃমিশন, কলকাতা

8910038939

বাঙালির রক্তে রক্তে মিশে গিয়েছে বাণী কুমারের 'মহিষাসুরমর্দিনী', আর তাতে পঞ্চজকুমার মল্লিকের সুর আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্রপাঠ, যা আজও ভোলেনি বঙ্গবাসী। বলা যায়, বাঙালির দুর্গাপূজাই শুরু হয় না রেডিওতে আকাশবাণীর চিরকালের এই অনুষ্ঠান না শুনলে। তবে জানেন কি ১৯৭৮ সালে সুদূর বারাণসীতে বসে এক বঙ্গসন্তান লিখেছিলেন 'মহালয়াবন্দনা'। তাঁর নাম সাধক

বাসুদেব, অনেকে তাঁকে বাউল বাসুদেব নামেও চেনেন। প্রায় ৪৭ বছর পর আবারও সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে 'বাসুদেব কি সরকার' নামক বিশেষ অনুষ্ঠানে। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, ঢাকুরিয়া সিএলটি অবন মহলে প্রকাশিত হবে এই গ্রন্থ।

উল্লেখ্য, কে এই বাসুদেব? ১৯৪২ সালে বিহারের জামালপুরে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে রাখনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অমলাদেবীর চতুর্থ সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তীকালে সাধক বাসুদেব পরমহংস নামে পরিচিত। তিনি একাধারে অসাধারণ গীতিকার, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী। প্রায় দশ হাজারের বেশি গান ও পাঁচ হাজারের বেশি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ শুনে স্বয়ং গিরিজা দেবী প্রশংসা করেন। সমগ্র বীরভূমে তিনি বাউল বাসুদেব নামেই পরিচিত ছিলেন। দেশ বিদেশের নানান ইনস্ট্রুমেন্ট (রুদ্রবীণা, বাঁশি, খোল, করতাল, তানপুরা, সিঁহুসাইজার, তবলা ইত্যাদি) খুব সহজেই বাজাতে পারতেন। এমনকি প্রায় তেত্রিশটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

ছোটবেলা থেকেই মনে হতো যেন তাঁর চারপাশে, কে একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক অজানা আকর্ষণে বার বার বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যেতেন ও পরে পিতার কাছে ধরা পড়ে মার খেতেন। ছাত্র হিসেবে কিন্তু বাসুদেব খুবই মেধাবী ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে চিরতরে বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন



কলকাতার ঢাকুরিয়ায়। সেখান থেকে নানান সূত্রে ভর্তি হন করকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আর কৃতিত্বের সাথে গোল্ড মেডেল নিয়ে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন ১৯৫৯ সালে। এর পাশাপাশি গড়ে তুললেন এক ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এরপর সম্পূর্ণ আনন্ডহীন হয়ে সবকিছু ত্যাগ করে চলে যান হিমালয়ে। এই সময়ই ১৯৬২ সালের ৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬:৪০ মিনিটে কঠোর সাধনারত বাসুদেব বাবা পেলেন জগজ্জননীর দিব্য নির্দেশ। আর মায়ের নির্দেশেই নামে এলেন সমতলে।

১৯৬৮ সালে পুরীর স্বর্গদ্বার মহাশ্মশানে সমাধিস্থ অবস্থায় তিন মহাপুরুষের (ভৈরব শ্রীবামদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তৈলঙ্গস্বামী) দর্শন পান এবং তাঁদের থেকে যোগবলে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে নেপালের ভগ্নেশ্বর শ্মশানে ডা. রামনাথ অঘোরী বাবার

কাছ থেকে তন্ত্র ও অঘোর বিদ্যা শেখেন সাধক বাসুদেব।

এই অলৌকিক শক্তির অধিকারী সাধক বাসুদেব ছিলেন সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ। বহু ভক্ত তাঁর কাছে পেয়েছেন শান্তির সন্ধান। বাসুদেব বাবার স্বপ্ন ছিল ঘরে ঘরে মা বঙ্গলার পূজার প্রচলন; সেই সঙ্গে মাতৃনাম ঘরে-ঘরে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার। শ্রীমৎ বাসুদেব পরমহংসদেবের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘসময় তিনি কাটিয়েছিলেন সাধনরত অবস্থায় হিমালয়ের গিরিগুহার গিরিকন্দরে। সেখানে থাকাকালীন তিনি প্রতিদিন উষালগ্নে দূরের কোনো

একটি নাম না জানা দিব্যস্থান থেকে এক সুমধুর স্বর্গীয় সুর ভেসে আসতে শুনতেন। যা তাঁর দেহ-মন এবং প্রাণকে এক পরমাশ্চর্য্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে ভরিয়ে দিত। অসাধারণ শ্রুতিধর সাধক জীবন সায়াহে ১৯৯১-১৯৯২ সালে সেই সুর তাঁর প্রিয় মাউথ অর্গানে তুলে ধরে রেকর্ড করেন। এই সুর প্রতিদিন যেকোনো দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মাত্রায় শ্রবণ করালে তার রোগ ভালো হয়ে যায়, যা মিউজিক থেরাপি নামে পরিচিত। বিশ্বের বহু দেশেই মিউজিক থেরাপি চিকিৎসকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মিউজিক থেরাপি' যা আজ ইতালি, আমেরিকায় জনপ্রিয়। সেই থেরাপি শুনে বহু জটিল রোগ ব্যাধি খুব সহজেই কমে যায়। বলা বাহুল্য, তিব্বতের মানস সরোবরে গঙ্গার সুর শুনে রুদ্রবীণায় সেই সুর তুলেছিলেন সাধক বাসুদেব। পরবর্তীকালে সেই সুরই মিউজিক থেরাপি নামে পরিচিত হয়।